মেহেরপুরে বেড়ে চলেছে ডেঙ্গু রোগী

সারা দেশের মত মেহেরপুর জেলায় বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা। ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়লেও পৌর সভার পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত পৌর এলাকায় মশক নিধন ওষধ ছিটানোসহ প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এদিকে মেহেরপুর ও গাংনী পৌর এলকায় দিন দিন বাড়ছে মশার উপদ্রব। সকাল কিংবা রাত মশার হাত থেকে রক্ষা পেতে জনগণের কয়েল ও মশারিই ভরসা। পৌর নাগরিকদের অভিযোগ ডেঙ্গুর উপদ্রব বাড়লেও পৌর কর্তৃপক্ষের নজর কম। অন্যদিকে বৃষ্টির পানি ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার বেহাল দশার কারনে সন্ধ্যার পর থেকে মশার উপদ্রব বেশী বলে জানান তারা।

মেহেরপুরে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর দেখা মিলেছে। তবে ডেঙ্গু সতর্কতায় নেই কোনো প্রচার-প্রচারণা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। স্থানীয় জনপ্রতিনিদের মধ্যেও নেই আগাম সতর্কতার জন্য পদক্ষেপ। শহর কিংবা গ্রাম সবখানেই ঝোপঝাড় ও অপরিষ্কার নর্দমা। এসব স্থান অনেকটাই মশার প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে ধরা যায়। স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ কোনো প্রচার-প্রচারণা ও চালাচ্ছে না। তবে পৌর কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, তারা মশক নিধন কার্যক্রম চালাচ্ছে। ডেঙ্গু নিয়ে কোন বাজেট না থাকায় পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে চলছে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ফগার মেশিন দিয়ে কিটনাশক স্প্রে। ডেঙ্গু আক্রান্তের বেশীর ভাগ রোগী ঢ্কাায় অবস্থান কালীন সময়ে আক্রান্ত হয়ে মেহেরপুরে এসেছেন। বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় স্বাস্থ্য বিভাগের হিসেবে শতাধীক ডেঙ্গু রোগী আক্রান্ত আছে।

৯টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত মেহেরপুর পৌরসভা। বেশীর ভাগ এলাকায় দিন দিন বাড়ছে মশার উপদ্রব। দিনের বেলা কিছুটা কম থাকলেও সন্ধার পর থেকে বাড়তে থাকে মশার উপদ্রব। মশার হাত থেকে রক্ষা পেতে পৌর নাগরিকদের কয়েল ও মশারি ভরসা হয়ে দাঁড়ায়। সময় মত মশক নিধন কার্ষাক্রম ও অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যাবস্থায় নিয়ন্ত্রনে আনা যায়না মশা। পৌর কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সাধারন নাগরিকদের আরো সচেতন সহ পরিস্কার পরিচ্ছনতা থাকলে নিয়ন্ত্রনে আনা যাবে ডেঙ্গু। অন্য দিকে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধসহ

মশার হাত থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে আসছেন তারা।

মেহেরপুর পৌর সভার ২ নং ওয়ার্ডের বাছিরন নেছা বলেন, আমরা মশার অত্যাচারে ঘুমাতে পারছিনা। মশার জালায় ৫ মিনিট থাকতে পারছিন। বাড়িতে বাইরে কোথাও থাকা যাচ্ছেনা মশার অত্যচারে। এসব ড্রেনের মশা। ড্রেন পরিস্কার করা হয়না যে।

পৌর সভার আরেক নাগরিক হুমাইয়ারা খাতুন বলেন, সন্ধ্যায় মশার বেশী কামড়াচ্ছে। আমরা গরীব মানুষ। মশার কয়েল আর কত কিনবো। আমরা ভোট দিয়ে পৌরসভার মেয়র বানিয়েছি। তাদের তো উচিৎ আমাদের সুযোগ সুবিধা দেখার।

মেহেরপুর হালদারপাড়ার সখিনা বলেন, মশার কামুড়ে কোনো যায়গায় দাঁড়াতে পারছিনা। যেখানে যাচ্ছি সেখানেই কামড়াচ্ছে। ড্রেন পরিস্কার করা হয়না। যেকারনে মশার উপদ্রপ দিন দিন বাড়ছে। পৌরসভার মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তিনি যেন নিয়মিত ড্রেন পরিস্কার করেন।

মেহেরপুর ২৫০ শষ্যা বিশিষ্ঠ জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন, মেহেরপুরকে এখন ডেঙ্গু আক্রান্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত জেনারেল হাসপাতালে ২৫ জন ডেঙ্গু পজেটিভ রোগী পেয়েছি। এর মধ্যে ১৯ জন এই হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। বর্তমানে ৬ জন রোগী ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছে। ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য মেহেরপুর হাসপাতাল একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ডেঙ্গু সনাক্তরকরণ কীট এন এস ওয়ান, আইজিএম, আইজিজি কীট দিয়ে সরকারি নির্ধারিত মুল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

তিনি আরো বলেন, ডেঙ্গু একটি এডিশ মশা বাহিত রোগ। এটি নিয়ন্ত্রণে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ একা কাজ করে পারবেনা। এজন্য সবাইকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, ডেঙ্গু নিয়ে মন্ত্রানলয় থেকে আমাদের নিদের্শনা দেওয়া হয়েছে। সেই মতে পৌরসভা কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি কাউন্সিলরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের মানুষকে সচেতন করার জন্য। সচেতনতা সৃষ্টিতে লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং করে মানুষকে সচেতন করছি। পৌর সভার পক্ষ থেকে পরিচ্ছন্নতা বাড়িয়েছি। এছাড়া নাগরিকদের বলা হয়েছে নিজ নিজ বাড়ির চারপাশ পরিস্কার রাখতে। মশার লাভা ও ডেঙ্গুর লাভা

নিধনে কিটনাশক প্রয়োগ সহ নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। পৌর এলাকায় নিয়মিত স্প্রে করা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় থানা পুলিশের আয়োজনে শোক দিবসের আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উদ্যোগে জাতীয় শোকের মাস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেল ৪টায় উপজেলা মঞ্চে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা- আলমডাঙ্গা ১ আসনের সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন বলেন, পরাজিত শক্তির বিপক্ষে ১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। যুদ্ধে লাখো মা-বোনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে, ঘর বাড়িতে আগুন জ্বালিয়েছে, যুব সমাজকে ধ্বংস করেছে এবং গুলি করে হত্যা করেছে। যুদ্ধের ৫২ বছর পার হয়ে ৫৩ বছর হতে চলেছে। আমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম তারা কিন্তু এখন ভুলে নাই। তারা এখনো প্রতিশোধ নেবার জন্য ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। ষড়যন্ত্র থেমে নেই। আগে যেমন দেশী বিদেশী আমেরিকা, পাকিস্তান, আলবদর, আলশাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো। তারা ভেবেছিলো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলে স্বাধীনতা বিচলিত হবে, কেউ স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলবে না। কেউ আওয়ামীলীগ সংগঠনের কথা শুনবে না। তারা কখনো ভাবেনি এক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এখন হাজারো বঙ্গবন্ধু হাজারো ঘরে ঘরে আছে।

তিনি আরো বলেন, যারা সত্যি বঙ্গবন্ধুর সৈনিক সকলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আমরা যেমন বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি, তবে তারই কণ্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দেশকে যখন

বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে এটা দেখে পরাজিত শত্রুরা আবারো মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই দেশ যারা চাইনি, এদেশে কিছু হোক তারা এখনো চাইনা।

আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুকের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, আলমডাঙ্গা উপজেলা আআওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি, সাবেক সহ-সভাপতি লিয়াকত আলি লিপু মোল্লা, আমিরুল ইসলাম মন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যার ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যার কাজি মারজাহান নিতু, কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু সাইদ পিন্টু, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান চঞ্চল, জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, বাড়াদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক লাল্টু।

এছাড়াও উপজেলা ও পৌরসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় হতদরিদ্র ১০৩টি পরিবারের মাঝে ঢেউটিন ও নগদ অর্থ প্রদান

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১শত ৩ জন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ ও টিন বিতরণ করা হয়েছে। প্রত্যেককে ১ বান টিন ও নগদ ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়।

গতকাল রবিবার সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঢেউ টিন ও নগদ অর্থ প্রদানের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা- ১ আসনের সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপি।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একের পর এক অসম্ভবকে সম্ভাব করে দেশের জন্য বিরল সম্মান বয়ে এনেছেন। ভূমিহীন-গৃহহীনদের আবাসস্থল প্রদানে শেখ হাসিনা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। একসাথে এত ভূমিহীন-গৃহহীন নাগরিকদের বিনামূল্যে স্থায়ীভাবে আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা বিরল কৃতিত্ব। বিশ্বে এরকম দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়টি নেই।

টিন বিতরণ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহিল কাফি, কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভীন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুসা, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান ফারুক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপপ্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, সাবেক পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক। কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামীম রেজার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খাদিমপুর ইউপি চেয়ারম্যান মুজাহিদুল ইসলাম লোটাস জোয়াদ্দার, বেলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, গাংনী ইউপি চেয়ারম্যান এমদাদুল হক, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সোহেল রানা শাহিন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল, কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আশরাফুল হক, ছাত্রলীগ নেতা বাদশা প্রমুখ।

দৈনিক রানার এর প্রতিনিধি সম্মেলন সম্পন্ন

শুধু পত্রিকা নয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের আপনজন- এই ধারাবাহিকতা রক্ষার দৃপ্ত শপথের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে দৈনিক রানারের প্রতিনিধি সম্মেলন।

রবিবার যশোর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে দিনব্যাপী এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন দৈনিক রানারের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আরএম কবিরুল আলম দিপু। বক্তব্য রাখেন দৈনিক রানারের প্রকাশক উত্তম কুমার ঘোষ। ডেপুটি এডিটর প্রণব দাসের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে আলোচনা করেন বার্তা সম্পাদক তৌহিদ জামান, দৈনিক রানারের শুভাকাঙ্ক্ষী সোহরাব হোসেন, স্টাফ রিপোর্টার জাহিদুল কবীর মিল্টন, এ্যান্টনি দাস অপু, এফ এম এ রাজ্জাক, এইচ এম হাসেম, ওয়াজেদ খান ডবলু, রাজু আহম্মেদ, আরিফুজ্জামান, এম আজিজুল হক, শাহীন আহমেদ, সোহাগ হোসেন, বাবুল আক্তার, রহিদুল ইসলাম খান, রাশেদ হোসেন, সোহাগ হোসেন, আতাউর রহমান জসি, নাসির উদ্দিন, জিএম বাবু প্রমুখ।
এছাড়া, মোল্যা গিয়াস উদ্দিন, জাহিদ হাসান, শিমুল হোসেন, অনাথ মন্ডল, হাবিবুল্লাহ বাহার, কে এম শাহীনুর রহমান, মো. ইমরান, সুব্রত কুমার, এনামুল হক দুলু, সালাউদ্দীন, সাইফুল ইমলাম, জয়ন্ত জোয়ারদার, ইমরান হোসেন, আকিমুল ইসলাম প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টে নিহত শাহাদাতবরণকারী সকলের আত্মার শান্তি কামনায় দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপর দৈনিক রানারের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম গোলাম মাজেদ ও তার স্ত্রী মরহুম রাবেয়া খাতুন, পুত্র শহীদ সাংবাদিক আরএম সাইফুল ইসলাম মুকুল, মঞ্জুরুল আলম টুটুলের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মেহেরপুরের গাংনীতে ডিবি পুলিশের অভিযানে পরিত্যক্ত মাদক জব্দ

মেহেরপুরের গাংনীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৪ কেজি গাঁজা ও ২০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ।

আজ রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার এসআই শাহিনুর রহমানের নেতৃত্বে এএসআই মাসুদ রানা ও কনস্টেবল আশরাফুল ইসলাম এবং মামুন মিয়ার সমন্বিত একটি দল গাংনী থানা এলাকায় অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধারের বিশেষ অভিযানে গাংনী উপজেলার চেংগাড়ায় মৃত তাহাজ উদ্দিনের ছেলে আলালের আম বাগানের সামনে একটি সাদা রংয়ের প্লাষ্টিকের বস্তার মধ্যে বাদামী রংয়ের কসটেপ দ্বারা মোড়ানো ২ পোটলায় মোট ৪ কেজি গাঁজা এবং ২০ বোতল ফেনসিডিল পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘মালিক বিহীন পরিত্যক্ত অবস্থায় মাদকগুলি জব্দ করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবং ২০ বোতল ফেনসিডিলের আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০ হাজার টাকা। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত বিষয়ে গাংনী থানায় একটি মাদক মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

আলমডাঙ্গার ডিবি পুলিশের

অভিযানে ট্যাপেন্টাসহ দুই মাদক কারবারী আটক

আলমডাঙ্গার রামদিয়া এলাকায় ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মিন্টু (৩০) ও রনি (২০) নামের দুই মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে।

আজ রবিবার বিকেলে রামদিয়া হতে রায়সা যাবার রাস্তার উপর থেকে তাদের আটক করে ডিবি। তাদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার রামদিয়ায় ট্যাপেন্টাডল ট্যালেট বেচাকেনা হচ্ছে বলে ডিবি পুলিশ গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে । সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশেন এসআই মুহিদ হাসান সঙ্গীয় অফিসার এএসআই বিজন ভট্রচার্জি, এএসআই আবেদুর রহমানসহ একদল ফোর্স বিকেলে রামদিয়ার ওই সড়কে উপস্থিত হলে ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুই মাদক কারবারী দৌড়া পালানোর টেষ্টা করে।

এসময় গোয়েন্দা পুলিশ তাড়িয়ে জামজামি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের মৃত কবির ওরফে খবিরের ছেলে মিন্টু ও একই গ্রামের রজন আলীর ছেলে রনিকে আটক করে। আটকের পর তাদের দেহ তল্লাশি করে মিন্টুর কাছ থেকে দুই পাতায় ২শ’ পিচ ট্যাপেন্টাডল ও রনির কাছ থেকে ১শ’ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

আটক দুইজনের আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করলেন ট্যুরিস্ট

পুলিশ প্রধান হাবিবুর রহমান

মেহেরপুরের ট্যুরিস্ট পুলিশ জোন, মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স, স্বাধীনতা সড়ক পরিদর্শন করেছেন ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি হাবিবুর রহমান, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার)।

রবিবার তিনি মেহেরপুরে পৌছালে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার জনাব মো: রাফিউল আলম, পিপিএম-সেবা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্যুরিস্ট পুলিশ খুলনা জোনের পুলিশ সুপার মো: আনছার উদ্দিন, মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো: কামরুল আহসান।

ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি হাবিবুর রহমান মুজিবনগর থানাধীন রতনপুরে অবস্থিত ট্যুরিস্ট পুলিশ জোন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি ট্যুরিস্ট পুলিশে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের পর্যটন এলাকার সার্বিক আইন-শৃংখলা বজায় রাখাসহ পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শন শেষে তিনি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। পরে তিনি মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স এবং স্বাধীনতা সড়ক পরিদর্শন করেন।

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে আ. লীগ নেতা মান্নানের গণসংযোগ অব্যহত

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার পক্ষে প্রচারণা ও সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ অব্যহত রেখেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান।

গতকাল রবিবার বিকাল থেকে তিনি বুড়িপোতা ইউনিয়নের গোভিপুর সহ কয়েকটি গ্রামে গণসংযোগ করেন। এসময় তিনি বর্তমান সরকারে নানা উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেন এবং দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

মেহেরপুরের বারাদীতে জনপ্রতিনিধিদের সাথে ওয়াচ গ্রুপের যৌথ সভা

প্রাথমিক শিক্ষার মানউন্নয়ন, ঝরেপড়া রোধ ও সবার জন্য মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন জন প্রতিনিধিদের সাথে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের হলরুমে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বারাদী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মো: মোমিনুল ইসলাম।

গনসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) আয়োজিত অনুষ্ঠানে অত্র এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান পড়ালেখাতে সার্বিক অবস্থা, ভর্তির হার শতভাগ নিশ্চিত করা-ঝরে পড়া রোধ সহ বিদ্যালয়ে অংশ গ্রহন বৃদ্ধিতে আলোচনা করা হয়।

এ সময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এর সদস্য ছাকন উদ্দিন, বুলবুলি খাতুন, ফারজানা খাতুন ও নজরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ৬২ লাখ টাকা মৃল্যের ৬ টি স্বর্নের বারসহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গার মুন্সিপুর সীমান্ত চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে জুতার সলের ভিতর থেকে ৬ টি স্বর্নের বারসহ রাজ্জাক আলী (৪৯) কে আটক করেছে ৬ বিজিবি।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর সীমান্তের জাহাজপোতা গ্রামের সাইনবোর্ডতলা নামক স্থানের তিন রাস্তার মোড় থেকে তাকে আটক করে। আটককৃত চোরাকারবারী দামুড়হুদা থানার মুন্সিপুর গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলাম, পিএসসি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলাম পি এসসি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি মুন্সিপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্নের বার পাচার হবে। খবর পেয়ে মুন্সিপুর কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৯৩/৭-আর হতে আনুমানিক ৭শ গজ বাংলাদেশের ভিতরে জাহাজপোতা গ্রামের সাইনবোর্ডতলা নামক স্থানের তিন রাস্তার মোড় থেকে একটি ডিসকভার ১২৫ সি সি মোটর সাইকেল ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

এ সময় বিজিবি দুই দিকে বিভক্ত হয়ে রাজ্জাককে আটক করে। পরে তার জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার স্বীকারক্তিতে জুতার সোলের ভিতর থেকে স্বর্নের ৬ টি বার উদ্ধার করে। যার আনুমানিক বাজার মৃল্য প্রায় ৬২ লাখ টাকা।

আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা থানায় মুন্সিপুর কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান বাদী হয়ে রাজ্জাকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। এবং আটককৃত সোনার বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।